কৃষ্ণলীলা।

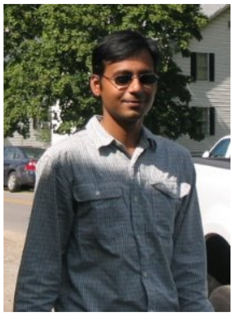

লেখকঃ অংকন বসু

পেশাঃ ভূতত্ত্ববিদ

যোগাযোগঃ admin@calcuttaglobalchat.net

সে বহুদিন আগেকার কথা। তাও হিসেব করলে 200 - 250 মিলিয়ন বছর আগেকার একটা সকাল। পৃথিবীর বহু কিছুই আজকের মতো নয়। ইয়া লম্বা লম্বা গাছপালা আর বনে জঙ্গলে ভর্তি। বিশাল বিশাল পাখি। ভীষণ লম্বা লম্বা মাছ। সে একেবারে যাচ্ছেতাই কাণ্ড। এমনই দিনে পৃথিবীর প্রথম ডাইনোসর প্রথমোসরাস জন্ম নিলেন। আমাদের গল্পটা প্রথমোসরাসকে নিয়ে লেখাই যেতে পারত, কিন্তু গল্পটি তাঁকে নিয়ে নয়। এ লেখা কৃষ্ণলীলা নিয়ে।

প্রথমোসরাস একটু বড় হয়েই বুঝলেন তাঁর দেহে অমানুষিক শক্তি। বুঝলেন ডাইনোসাম্রাজ্য পৃথিবী শাসন করবে। দেখতে দেখতে আরও কিছু মিলিয়ন বছরের মধ্যে পৃথিবী ডাইনোতে ছেয়ে গেল। উড়ন্ত ডাইনো, দুরন্ত ডাইনো, জল ডাইনো, স্থল ডাইনো, মাংসাশী ডাইনো, সংসারী ডাইনো, বুনো ডাইনো, শহুরে ডাইনো, সে একদম যাচ্ছেতাই কাণ্ড। পৃথিবীর বাকি যত প্রাণী ছিল তাদের ডাইনোগণ এই কাটছে তো ওই মারছে। প্রাণিজগতের প্রাণ ছন্নছাড়া। নিশ্চিন্ত হবার জোগাড় নেই।

যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে অচ্ছুৎ শ্রেণীর প্রাণীরা হয় হিমালয় চূড়ায় বরফের মাঝে নয়তো বঙ্গোপসাগরে কিংবা প্রশান্ত মহাসাগরের

গভীরতম খাদে বিষ্ণুর ধ্যান শুরু করল। আমাদের ভগবান তো, একটুতে মন ভরে না। এই ধরুন, মা কালী হলে একটা কচি পাঁঠা, শিববাবু হলে একটু গাঁজা, দুর্গা হলে একটু ফল মিষ্টি না দিলে ওনাদের মন ভরানো দায়। তাই ডাইনোদের পাপের বোঝা যখন আর বওয়া যাচ্ছে না, বিষ্ণু চোখ খুললেন। কিন্তু তত দিনে আরও 100-150 মিলিয়ন বছর কেটে গেছে। বহু অচ্ছুৎ শ্রেণীর প্রাণীরা ধ্যান করতে করতে পরলোকে পৌঁছেছে।বিষ্ণু দেখলেন কিছু করা দরকার। অবতার বেশে ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন।

ঠিক কৃষ্ণের মত রূপ, হতে বাঁশী। মাথায় মুকুট, ফুলো ফুলো গাল। বাঁশী টাসি বাজালেন, কিন্তু কিছু লাভ হল না। মানুষেরা তখনও ধরাধামে আসে নি কিনা। কৃষ্ণ চতুর এবং প্রেমিক। নারী না থাকায় তাঁর দাঁড়ি গজালো না। তিনি ঠিক করলেন কিছু ব্যবস্থা করা চাই। ডাইনোগণ ততদিনে পশুপাখি হত্যা করে নিজেদের সাম্রাজ্য বানিয়েছে। তারপর অজাতি কুজাতি না পেয়ে স্বজাতি নিধন শুরু করেছে। করতে করতে মাত্র কিছু সংখ্যক ডাইনোদের হাতে পৃথিবীর দায়িত্ব এসে পড়েছে। কৃষ্ণ ভাবলেন ডাইনো নিধন করতে হলে ডাইনো না হয়ে কোনো উপায় নেই। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। তিনি নিজেকে এক অতিকায় ডাইনোতে পরিবর্তিত করলেন। ইতিহাসে জন্ম নিলেন কৃষ্ণসরাস। বলিষ্ঠ দেহ, লম্বা লেজে সেক্সি বাদামি লোম। পটলচেরা চোখ। ইয়া বড় মাথা আর বলিষ্ঠ

ঠোঁট। কৃষ্ণসরাসের বড় সুবিধা হল। নারী না থাকলেও ডাইনো যুগে মেম ডাইনো, কিশোরী ডাইনো, রূপসী ডাইনো, ইত্যাদি লোভনীয় ডাইনোগণের অভাব নেই। বাঁশী না পেয়ে তিনি সিটি মারেন। কৃষ্ণলীলার গুণ বাঁশীতেই বাজুক আর সিটিতে, ডাইনো মেমের মন গলে যায়। আর এখানেই গণ্ডগোল বাধল। এই ধরুন রামচন্দ্রসরাস বাড়ি ফিরে দেখলেন সীতাসরাস নেই। দু একদিন এহেন অসম্মান সহ্য করা যায়। কিন্তু তারপর লক্ষ্মণসরাসকে এই মারেন তো সেই মারেন। এই দেখে ভরতসরাস বলেন, “আমার বউটিও কদিন রাতে বেপাত্তা।” দুজন মিলে লক্ষ্মণসরাস কে নিধন করেন। কিন্তু শুধু রামচন্দ্রসরাস কিংবা ভরতসরাসের স্ত্রী তো নয়। গোটা ডাইনোরাজ্যে তখন হাহাকার কাণ্ড।

স্ত্রী-ডাইনোগণ একে একে বেপাত্তা হতে লাগল। সন্ধ্যাবেলা নদীরপাড়ে কৃষ্ণসরাস সিটি মারেন আর অজস্র ডাইনোদেবীরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো জড়ো হয়। কৃষ্ণসরাস মাঝে মাঝে dance করেন, মাঝেমধ্যে একটু ইয়ে - অন্তরঙ্গ বিষয় নাহয় না-ই বললাম। যাইহোক, এ সময় পুরুষ ডাইনোতন্ত্রে মহা বিপর্যয়। এই মহাডাইনো ভাবে ওই উচ্চিংড়ে-ডাইনো আমার বউ নিয়ে পালিয়েছে। বাবা ডাইনো ভাবে বউটা বেপাত্তা। এবার বোধহয় শুঁটকো ডাইনোটা মেয়ে নিয়েও ভেগেছে। সে এক মহা কেলেঙ্কারির যুগ। এ ওকে মারছে, সে তাকে মারছে।

অচ্ছুৎ শ্রেণীর প্রাণীরা দেখল এই সুযোগ। ডাইনো দস্যুরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করছে। আমদের দিকে তাদের নজর নেই। তারা চুপি চুপি এই ডাইনোকে ওই ডাইনোর বিরুদ্ধে লাগায়, ওই ডাইনোকে সেই ডাইনোর বিরুদ্ধে !

এদিকে কৃষ্ণসরাস মেমডাইনোদের নিয়ে গড়ল বৃণ্ডাইনোবন। কৃষ্ণসরাস অবতারও বটে, ডাইনোও বটে। তিনি মনে মনে এক রূপসী ডাইনো রাধাসরাসকে মন দিয়ে ফেললেন। বাকি মেমডাইনোরা যখন মনে, স্বপ্নে, শয়নে দেখছেন, রাধাসরাস তখন কৃষ্ণসরাসের সাথে লুকোচুরি খেলছেন কিংবা তাঁর চুলে সুড়সুড়ি দিচ্ছেন।

এইভাবে যখন কৃষ্ণলীলা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, তখন দেখা গেল মারামারি করে আর কিছুমাত্র পুরুষ ডাইনো বেঁচে আছে। মারামারির ধকলে কারোর পেট কেটেছে, কারো হাত, কারও কান কিংবা পা। বাকি স্ত্রী ডাইনো যাঁরা বেঁচে ছিলেন, বর ডাইনোগুলো কু-বউ বলে পিটিয়ে পিটিয়ে তাঁদের নিধন করেছেন। কৃষ্ণ বুঝলেন, পৃথিবীর পাপ কমেছে। ডাইনো সমাজ ক্লান্ত। তখন তাও আজ থেকে 65 মিলয়ন বছর আগেকার এক দিন। কৃষ্ণসরাস রাধাসরাসকে ডাকলেন। বললেন, রাধেসরাসি, এই ডাইনোযুগে তুমি আমায় যে প্রেম দিলে তা অমর হবে। তুমি বাকি স্ত্রী ডাইনো নিয়ে জীবন কাটিও। History repeats itself. মনুষ্য

জাতির যুগে তোমার সঙ্গে আবার মিলন হবে। তুমি হবে রাধা, আমি হব কৃষ্ণ। কিন্তু এই ডাইনো যুগে তোমার মহা অবদান মহা- ভারতের বুকে অমর হয়ে রইবে। তোমার বিস্তৃত হাড়গোড় জুড়ে যে সমস্ত প্রেমিক প্রেমিকা নিজেদের নামের জুড়ি লিখবে তাদের স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। তোমার প্রেমের সাথে তাদের প্রেম অমর হয়ে রইবে। এই বলে প্রেমোসরাস আবার স্বর্গে ফিরলেন। এক যুগের মধ্যে ডাইনো সমাজ বংশবিস্তার করতে না পারায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

গল্পটি এখানেই শেষ। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যের এতবড় গল্পের সারমর্ম অঙ্গুলি দিয়ে না দেখালে পূর্ণতা পায় না। অন্যান্য ডাইনোর মতো রাধাসরাস একদিন মারা গেলেন। কিন্তু তাঁর হাড়গোড় গলল না, পচল না। ফসিল হয়ে গেল। এ-কালের কোনো প্রত্নতত্ত্ববিদ রাধিকাসরাসের হাড়গোড় নিয়ে এসে রাখলেন কলকাতা মিউজিয়াম-এর সংগ্রহশালায়।

যে গল্পটি বললাম সেটা প্রেমিক প্রেমিকা মহলে বহু প্রচলিত। রমাকান্ত আর শতাব্দী যেদিন প্ল্যানেটেরিয়ামের অন্ধকারের মধ্যে প্রথম চুমু খেল তখনই তারা ঠিক করল কিছু করে তাদের প্রেম অমর করা চাই। তারা কলকাতা মিউজিয়ামে এল। খুঁজে পেল রাধসরাসের হাড়। অতি আনন্দে তারা রাধাসরাসের বুকে নিজেদের নাম খোদাই করে ফেলল।

এমনিভাবে আরো কত প্রেমী এল আর গেল। রাধাসরাসের সাদা সাদা হাড় আজ কালো। কালো অজস্র প্রেমিক-প্রেমিকার নামে -- "নরেন-শুক্লা", "তাপস তোমায় ভালবাসি মীনু", "অমর এবং সুজাতা"।

গল্প থেকে গুঞ্জনের উৎপত্তি। কিছু প্রেমিক শ্রেণী ভাবল আশপাশের হাতি গণ্ডার ইত্যাদির হাড়গোড় রাধিকাসরাসের গুণে গুণবান। সুতরাং, শুরু হল এক অদ্ভুত লিখন যুগ। স্থান-কাল-পাত্র বিচার নেই। একটুখানি খালি পরিষ্কার জায়গা হলেই হল। সদ্যসমাপ্ত পিচের রাস্তা, বাসের সিটের পিছন দিক, বাথরুমের দেওয়াল, সর্বত্র প্রেমিক প্রেমিকার নামে ভরে যেতে লাগল।

দেওয়াল লিখন থেকে হাড় লিখনেই এর শেষ নয়। গল্পটি অসমাপ্ত থেকে যায় ভিক্টোরিয়ার কথা না বললে ! এ কি! ভিক্টোরিয়ার ভেতরে যদি যান তো দেখবেন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার দেওয়াল প্রেমিক প্রেমিকার নামে ভর্তি আর তার ওপর পানের পিক ফেলেছেন কিছু অপদার্থ শ্রেণীর প্রাণী। কতজন প্রেমিক প্রেমিকার শেষ-মেশ বিবাহ ঘটেছে, কতজনের বিবাহ-পূর্ব সন্তান এসেছে জানতে পারিনি। শুধু বাঙালি এবং কলকাতাবাসীদের মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়ার দেওয়াল ও হাড় ভক্তির কথা ভেবে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়লাম! বাইরে কেউ গান চালিয়েছে , "খাইকে পান বানারসওয়ালা" !